

অর্থনীতি চর্চা

অর্থশাস্ত্রে আবেগ : আচরণবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু ভাবনা

পরিবর্তমান সময়-সারণিতে অর্থনীতি কেবল বিষয়মুখী নয়, বিষয়ীমুখিনও। উপভোক্তার মন, চিন্তা, আবেগ আর অনুভূতির সাপেক্ষে অর্থনীতিচর্চার সাম্প্রতিক জটিলতর অভিমুখের সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন পরম্পর বসু।

অর্থশাস্ত্র কি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর? সনাতন অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা সকলেই স্বার্থপরের মতো নিজেদের সন্তোষসাধনে প্রয়াসী। এরপর বাজারের দু'টি অদৃশ্য হাত,—চাহিদা আর জোগান, আমাদের এই স্বার্থপর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই বাজারই, অর্থনীতির দু'টি মূল সমস্যার সমাধান করছে। প্রথম সমস্যা, দক্ষতার সঙ্গে দেশের সীমিত সম্পদ ঠিকঠাক বরাদ্দ করে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন। দ্বিতীয়, দেশের উৎপাদন থেকে যে আয় হল, সেটি দেশের নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন। আপনি যদি কোনো কাজে পারদর্শী হন, বাজার আপনাকে ঠিক খুঁজে নিয়ে সেই কাজেই নিযুক্ত করবে। আপনার বেতন হবে দক্ষতাভিত্তিক এর ফলে দক্ষ আর অদক্ষ শ্রমিকদের আয়বৈষম্য আসবে। অ্যাডাম স্মিথের জগতে, আয়ের এই দক্ষতাভিত্তিক বণ্টন, যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত।

অ্যাডাম স্মিথের এই সনাতন যুক্তিবাদী অর্থনীতি পাঠ্যপুস্তক ধরে কলেজের প্রথম বর্ষ থেকে পড়ানো হয়। গত চল্লিশ বছর ধরে এই সনাতন অর্থশাস্ত্র অনেক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা কি সবাই এ রকম ঠান্ডা হিসেব নিকেশ করে কাজ করি? না কি আমরা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আবেগের ভিত্তিতে কাজ করি? এ কথা তো ঠিক, দুঃস্থ লোক দেখলে অনেক সময়ই আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। কিছু প্রশ্ন সহকারে কয়েকটি উদাহরণ দিই। নিজের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের স্বার্থের মেলবন্ধন কি সম্ভব? আমি যখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি সেটি কি সম্পূর্ণ আবেগত্যাগিত? হয়তো নয়। আমি যদি আমার প্রতিবেশীকে বিপদে সাহায্য না করি, আমার দুর্দিনে তাঁরা এসে আমার পাশে দাঁড়াবেন না। সুতরাং আমার এই ভালোমানুষির পেছনে কিছু স্বার্থ লুকিয়ে থাকতেই পারে।

আবার অনেক সময় আমরা অনেক কাজ করি যার সঙ্গে স্বার্থের যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। যেমন ভিক্ষা দেওয়া, শ্মশানবন্ধু হওয়া, বন্যাভ্রাণে টাকা দেওয়া ইত্যাদি প্রবণতার মধ্যে আবেগ আর সহানুভূতির পাল্লা স্বার্থের চেয়ে অনেক ভারী।

দু'জন ইজরায়েলি গবেষক, ড্যানিয়েল কানম্যান আর এমস টেভারস্কি এই প্রশ্নটি বোঝার চেষ্টা করছিলেন বহুদিন ধরে। এঁরা দু'জনই পেশায় মনঃস্তুত্ববিদ। অর্থনীতির এই ঠান্ডা মাথার হিসেবনিকেশ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিটিকে এঁরা চ্যালেঞ্জ করলেন একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধে (১৯৭৯)। এই কাজটি কানম্যানকে নোবেল পাইয়ে দিল ২০০২ সালে। দুর্ভাগ্যবশত, টেভারস্কি নোবেল পুরস্কারটি তাঁর জীবদ্দশায় আর দেখে যেতে পারলেন না। কানম্যান আর টেভারস্কি এই মৌলিক প্রবন্ধটিতে একটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন যার নাম 'প্রসপেক্ট থিওরি'। অর্থনীতির জগতে এটি একটি নতুন দিগন্ত রচনা করল। এর ভিত্তিতে অর্থনীতির একটি নতুন শাখা তৈরি হল যেটিকে আমার বলি 'আচরণবাদী অর্থনীতি' বা 'বিহেভিওরাল ইকোনমিক্স'।

প্রসপেক্ট তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে আমাদের মাথার মধ্যে দু'টি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগটি হিসাবি। সেখানে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিই ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে। যে সিদ্ধান্তে প্রত্যাশিত আয়ের পাল্লা ব্যয়ের থেকে বেশি, সেই সিদ্ধান্তই আমরা নিতে উদ্যোগী হই। মস্তিষ্কের অন্য বিভাগটি আবেগ নির্ভর, যা যুক্তির সীমারেখা ধরে চলে না। আমাদের মনের মধ্যে এই দ্বৈত সত্ত্বার চিরন্তন বিরোধ চলে। সনাতন অর্থনীতিবিদরা এই দ্বিতীয় আবেগপ্রবণ সত্ত্বাটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

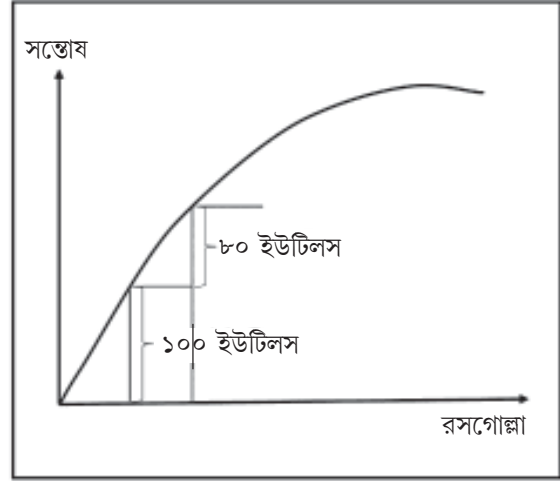
এই অনিশ্চিত জগতে, প্রতিদিনই আমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

নিই। সনাতন যুক্তিবাদী অর্থনীতিবিদরা এই সিদ্ধান্তগুলি সম্ভাবনা-তত্ত্বের নিরিখে দেখেন। অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তই নেব যাতে প্রত্যাশিত মান বা এক্সপেক্টেড ভ্যালু সব থেকে বেশি। ধরুন দু'টি লটারির মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বলা হল। দু'টি লটারির টিকিটের দাম দশ টাকা। প্রথম লটারিটি খেললে এক লক্ষ টাকা জেতার সম্ভাবনা হাজারের মধ্যে এক। দ্বিতীয় লটারিটি খেললে একশ টাকা অবধারিত পাবেন। সমীক্ষা করে দেখা গেছে অধিকাংশ মানুষ প্রথম লটারিটি কিনতে চান যদিও দু'টি লটারিরই প্রত্যাশিত মান একশ টাকা। এর কারণ লোকেরা ভাবেন যদিও প্রথম লটারির এক লাখ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কে জানে যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, যার সম্ভাবনা হাজারের মধ্যে এক। অর্থাৎ যে মানুষ ঝুঁকিহীন একশ টাকার লাভ ছেড়ে প্রায় অসম্ভব এক লক্ষ টাকার লাভের লটারিটি কিনছেন, সেই তিনিই একশ টাকা ব্যয় করছেন বীমা কিনে, এক লক্ষ টাকা ক্ষতির ভয়ে, যা হওয়ার সম্ভাবনাও হাজারের মধ্যে এক—অর্থাৎ প্রায় শূন্য। কানম্যান বলছেন, মানুষ ক্ষতির ব্যাপারে, লাভের তুলনায় অনেক বেশি স্পর্শকাতর। জগজিৎ সিং-এর বিখ্যাত গজলটির সেই লাইনটি মনে আছে? মিল যায়ে তো মিট্টি হয়, খো যায়ে তো সোনা হয়।

এই তত্ত্বটি আচরণবাদী অর্থনীতিতে 'লস অ্যাম্বারশন' (ক্ষতির অনভিলাষ বা অপ্রবৃত্তি) নামে পরিচিত। লস অ্যাম্বারশন থিওরিটি সনাতন পদ্ধতিতে বোঝা সম্ভব নয়; এর কারণ সনাতন অর্থনীতির একটি মৌলিক অনুমান হল যে যত আপনি একটি দ্রব্য বেশি ভোগ করেন তত তার প্রাস্তিক উপযোগিতা কমতে থাকে। এটি অর্থনীতির ভাষায় 'ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি' বলে পরিচিত। উদাহরণ, আপনি প্রথম রসগোল্লাটি খেয়ে ১০০ ইউটিল সন্তোষ পেলেন (ইউটিল এখানে সন্তোষের একক)। পরের রসগোল্লাটিতে পাবেন ৮০ ইউটিল, তার পরেরটিতে ৬০ ইউটিল ইত্যাদি চিত্র ১-এ এটি বোঝানো হয়েছে। যত রসগোল্লা খাচ্ছেন সন্তোষ বাড়ছে কিন্তু বাড়ার হারটি কমে আসছে যেটি সন্তোষ রেখাটির অবতল চরিত্রটি (concavity) থেকে বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির অর্থ হল যে সন্তোষ রেখাটি অবতল হবে।

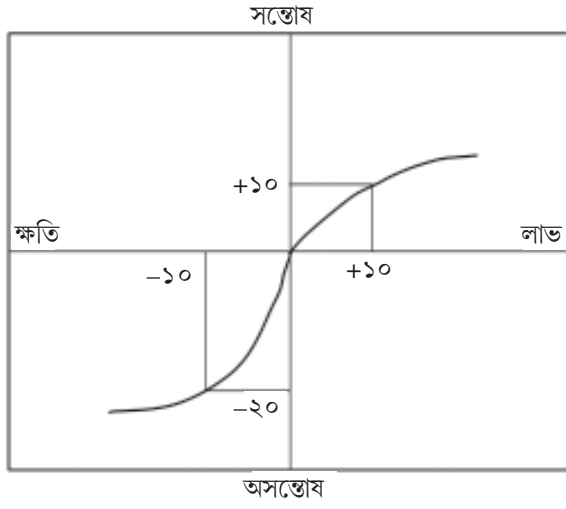
প্রসপেক্ট থিওরি এই ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল

ইউটিলিটি অনুমানটিকে চ্যালেঞ্জ করছে। মানুষ এই নিয়মটি মেনে চলে তখনই যখন তারা লাভের মুখ দেখছে। যখন তাদের ক্ষয়ক্ষতির সময়, তারা এই নিয়মটি আর মেনে চলে না। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, আপনাকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা



চিত্র ১

দেওয়া হল। এটি প্রসপেক্ট থিওরির ভাষায় একটি রেফারেন্স পয়েন্ট। সেখান থেকে শুরু করে হাঁড়িতে আরো দশটি রসগোল্লা যোগ করা হল। এই শেষ দশটি রসগোল্লা আপনার কাছে উপরি পাওনা মানে লাভ। এই লাভের ব্যাপারে আপনি সনাতন অর্থনীতির ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির নিয়ম অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ আপনার সন্তোষ রেখাটি অবতল হবে। এখন ধরুন আপনার ওই ১০০ রসগোল্লার হাঁড়ি থেকে ১০টি রসগোল্লা তুলে নেওয়া হল। এটি আপনার কাছে ক্ষতি এবং এই ক্ষতির জগতে আপনি আর সনাতন নিয়ম অনুসরণ করবেন না। আপনার সন্তোষ রেখাটি ক্ষতির অংশে উত্তল (convex) হয়ে যাবে অর্থাৎ দশটি বাড়তি রসগোল্লার লাভে আপনার সন্তোষ যদি ১০ ইউটিল বাড়ে, দশটি রসগোল্লা হারানোর জন্য আপনার সন্তোষ হয়তো ২০ ইউটিল কমবে, কারণ সামান্য ক্ষতির ব্যাপারে আপনি অনেক বেশি স্পর্শকাতর। যত আপনার ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে এই স্পর্শকাতরতা অবশ্য কমে আসবে, অর্থাৎ প্রথম দশটি রসগোল্লা হারানোর দুঃখ পরবর্তী দশটি রসগোল্লা খোয়ানোর দুঃখ থেকে কম হবে। চিত্র ২-তে এটি বোঝানো হয়েছে। প্রসপেক্ট তত্ত্বের একটি স্বচ্ছ বিশ্লেষণ নিকোলাস বার্বেরিসের (২০১৩) প্রবন্ধে পাবেন।



চিত্র ২

২.

কানম্যানের প্রসপেক্ট থিওরি ছাড়াও মনের আপাতবিরোধী সত্তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা চিন্তাভাবনা করেছেন। তার ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা তৈরি হয়েছে। এবারে সেগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

আক্ষেপ

কানম্যান আর টেভারস্কির লেখাটি প্রকাশ হওয়ার তিন বছর বাদে, লুমস আর সাগডেন একটি প্রবন্ধ লিখলেন। ১৯৫১ সালে লেখা স্যাভেজের একটি ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এই দুই অর্থশাস্ত্রী। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোহনায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন একটি সিদ্ধান্ত নিই, তখন সিদ্ধান্তটি ঠিক না ভুল তা জানি না। ভবিষ্যৎই দিতে পারবে সেই উত্তর। যদি সিদ্ধান্তটি ঠিক হয় আমরা হৈ হৈ করে আনন্দ করি। ভুল হলে আক্ষেপ। লুমস আর সাগডেন একটি তত্ত্ব দিলেন যেটিকে বলা হয় ‘রিগ্রেট বা আক্ষেপ থিওরি’। মূল বক্তব্য হল, আজকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মাথায় রাখি, ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কতটা আক্ষেপ অথবা ঠিক সিদ্ধান্তের কতখানি আনন্দ হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন সরকার আয়কর বাড়ালেন, তার জন্য আমার ১০০০ টাকা ক্ষতি হল। এই ক্ষতির জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই কারণ আয়কর বৃদ্ধির উপর আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু যদি এই ক্ষতি আমার একটি ভুল জিনিস বাজারে কেনার জন্য হত, তবে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনো গতি

থাকত না। সুতরাং রিগ্রেট থিওরি বলছে যে এই ধরনের আক্ষেপের কথা আত্মস্থ করে আমাদের বাস্তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কোন বাড়ি বা গাড়ি কিনব, কাকে জীবনসঙ্গী করব, দুটি চাকরির অফার পেলে, কোনটি নেব, এরকম রাশি রাশি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে রিগ্রেট থিওরির ব্যবহার হতে পারে।

প্রত্যাশিত উপযোগিতা তত্ত্বের বিকল্প

ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে, তা কি আমরা চটজলদি জানতে চাই, না কি তা জানতে, স্বেচ্ছায় বিলম্ব করি? ধরুন, আমি যদি ভাবি আমার শরীরে একটি কঠিন রোগ দানা বাঁধছে, সেটি কি টেস্ট করে এখনই জানব না দেরি করব? মনের একটি সত্তা বলবে, তাড়াতাড়ি জানাই ভালো। সত্যিই যদি রোগটি হয়ে থাকে, এখনই চিকিৎসা করলে নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আরেক সত্তা বলবে, কী দরকার? সত্যিই যদি রোগ হয়ে থাকে, চিকিৎসা এখনই শুরু করতে হবে। কোথাও বেড়াতে যেতে পারবো না। জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। মনের এই টানাপোড়েন সনাতন সম্ভাবনা তত্ত্ব দিয়ে বোঝা শক্ত। কেন? ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। ধরুন আপনাকে দু’টি লটারির মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বলা হল। প্রথম লটারিটিতে একটি মুদ্রা টস করতে হবে। হেড পড়লে ১০০০ টাকা পাবেন, আর টেল পড়লে শূন্য। এই লটারির সম্ভাব্য মান ৫০০ টাকা কারণ ১০০০ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। অন্য লটারিতে আপনি মুদ্রাটি টস করার পর যদি জেতেন (মানে যদি হেড পড়ে) তবে আরেকটি লটারি খেলতে সুযোগ পাবেন। সেটি জিতলে পাবেন ২০০০ টাকা, আর না জিতলে শূন্য। এই দ্বিতীয় লটারির সম্ভাব্য মান হল $0.5 \times 0.5 \times 2000 = 500$ টাকা। দু’টি লটারির সম্ভাব্য মান এক। সনাতন অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, আপনি উদাসীন থাকবেন লটারি পছন্দের ব্যাপারে কারণ দু’টির সম্ভাব্য মানই এক। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রথম লটারির ফল আপনি চটজলদি জানতে পারছেন। দ্বিতীয় লটারির ফল জানতে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে কারণ দ্বিতীয়বার জেতার পরেই আপনি ২০০০ টাকা পাবেন এবং সেটাও জিতবেন কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অর্থশাস্ত্রের একটি নতুন শাখা, ‘ননএক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি’ বলছে যে আপনার ঝুঁকি নেওয়ার প্রতি খুব অনীহা থাকলে আপনি

প্রথম লটারিটিই খেলবেন অর্থাৎ সহজ সম্ভাবনা তত্ত্বের অঙ্ক এখানে খাটবে না। আপনি অনিশ্চিততায় চটজলদি নিরসন পছন্দ করবেন যদি ঝুঁকি নিতে আপনার বিরাট ভয় থাকে। সুতরাং শরীরে ব্যাধি আছে মনে হলে অপেক্ষা না করে টেস্ট করে এখনই জানা উচিত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, ল্যারি সেন্ডেন, ১৯৭৮ সালে এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্রে লেখেন। আমিও একাধিক গবেষণা পত্রে তত্ত্বটি প্রয়োগ করেছি মানুষের সঞ্চয় আর শ্রমের আচরণ বোঝার জন্যে। ১৯৮৯ সালে ল্যারি এপস্টান আর স্ট্যানলি জিন আরো জটিল মডেলে এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করলেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাশি রাশি প্রবন্ধ লেখা হল সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

মন বদলানো

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের আরেকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল, নিছক হঠাৎই আমাদের মন বদলে যাওয়া। আজ সিদ্ধান্ত নিলাম কাল সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠব। ছটায় ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজা মাত্র সেটি থামিয়ে দিয়ে আরেক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। এই সময়-অসঙ্গত আচরণকে অর্থনীতিবিদরা ‘টাইম ইনকনসিস্টেন্সি’ বলেন। আজ যা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে, কাল সেটা মনে নাও হতে পারে। আমাদের আজ আর কালের রুটির যোগস্থাপন করছে একটি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর। নারায়ণ কোচেরলাকোটা এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটির অধিবৃত্তাকার রূপায়ণ (হাইপারবেলিক ডিসকাউন্টিং) করে ২০০১-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে মনের এই সময় অসঙ্গতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন।

যুক্তিযুক্ত অমনোযোগিতা

আমরা অনেক সময়ই অনেক কিছুতে মনোযোগ দিই না। দিলে হয়তো আখেরে লাভ হত। যেমন, আমি নিজে একজন অর্থনীতিবিদ হয়েও টাকাপয়সার হিসেব রাখি না। আমি যদি প্রতিদিন শেয়ার মার্কেটের ওঠানামার খবর রাখতাম, তাহলে অনেক টাকা করতে পারতাম ঠিক সময়ে শেয়ার কিনে বা বেচে। কিন্তু কেন করি না? হয়তো সেই সময়টি আমি গান শুনে বা বাগান করে ব্যয় করতে চাই। চারপাশে এতো তথ্য উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনকে যুক্তিশীল ভাবে শুধুমাত্র সেই তথ্যগুলিকেই আহরণ করতে বলছি, যাতে আমার উৎসাহ আছে। মনস্তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে এই মানসিকতাকে বলা হয় rational inattention বা যুক্তিযুক্ত অমনোযোগিতা।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টোফার সিমস, এন্ট্রপি তত্ত্বের লেন্সে আমাদের এই মানসিকতা বুঝিয়েছেন। এই তত্ত্বটির প্রয়োগ এখন অর্থনীতির অনেক শাখাতে হচ্ছে।

যুথবদ্ধ আচরণ

লন্ডনের লেস্টার স্কোয়ারে একটি চিনাপট্রি আছে যেখানে সারিসারি চিনা রেস্টোরাঁ। আমি আর আমার স্ত্রী সেখানে একবার গিয়ে কী করে ভালো রেস্টোরাঁ খুঁজে বের করলাম বলি। যে রেস্টোরাঁটিতে ভিড় সব থেকে বেশি সেখানেই আমরা লাইন দিলাম, এই ভেবে যে এতো লোক যখন এখানে ডিনার খেতে লাইন দিয়েছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে যে রেস্টোরাঁটি যথার্থই ভালো। এই ধরনের আচরণকে বলে ‘যুথবদ্ধ আচরণ’ (Herd Behaviour) অর্থাৎ, যখন রেস্টোরাঁটি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, লোকের ভিড় আমাদেরকে একটি সিগন্যাল দিচ্ছে রেস্টোরাঁর মানটির ব্যাপারে। এই যুথবদ্ধ আচরণের নিদর্শন ভুরিভুরি পাওয়া যায়। শেয়ার বাজারে অনেক বিনিয়োগকারী কোনো কিছু না বুঝে বা জেনে অনেক শেয়ার কেনেন বা বেচেন, অনেকে করেছে বলে। নোবেলজয়ী অভিজিৎ ব্যানার্জী একটি প্রবন্ধে (১৯৯২) একটি সহজ মডেলের সাহায্যে এই হার্ড বিহেভিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর আচরণবাদী অর্থনীতি

ইদানিং আচরণবাদী অর্থনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রচুর ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিদানব ক্রোতার মনের গহীনের সাধ আহ্লাদগুলি তাঁদের স্মার্টফোনে ওয়েবসাইট খোঁজার প্যাটার্ন দেখে বুঝে নিচ্ছে। তারপর একটি বিরাট ডেটাবেস (Big Data) বানিয়ে, ক্রোতাকে মনের মতো বিক্রোতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর জন্য মেশিন লার্নিং বলে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে আমাদের ব্যক্তিগোপনীয়তা কতটা বিপর্যস্ত হচ্ছে সেটি অবশ্য অন্য প্রশ্ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর বিগ ডেটার প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। ধরুন সরকার ভাবছেন কয়েকটি বস্তি ভেঙে দিয়ে তার উপর শপিং মল করা সমীচীন কি না। এই সিদ্ধান্তটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে করলে সেটি কতটা নাগরিকের কল্যাণ করবে সে বিষয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। এ ব্যাপারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদদের চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

উপসংহার

আচরণবাদী অর্থনীতি আর সনাতন অর্থনীতির মধ্যে ধীরে ধীরে একটি মেলবন্ধন হচ্ছে। মনের দোলাচল আর আবেগ নিয়ে অর্থনীতিবিদরা এখন গভীর চিন্তাভাবনা করছেন। মাইক্রো, ম্যাক্রো, আর ফিন্যান্সিয়াল অর্থনীতির প্রচুর প্রবন্ধে আচরণবাদী অর্থনীতির প্রয়োগ হচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য সার্ভে করে randomized control trial ব্যবহার করা হচ্ছে নোবেলজয়ী অভিজিৎ ব্যানার্জী আর এস্থার ডাফলোর অগ্রণী কাজ অনুসরণ করে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সিদ্ধান্তই সর্বদা সনাতন যুক্তির নিগড়ে বাঁধা যায় না। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলির পিছনে জটিল যুক্তি আর মননের বীজ থাকে। আমরা আমাদের সীমিত বৈষয়িক সম্পদ ও মানবসম্পদ ভেবেচিন্তেই নিয়োগ করি, যাতে আমাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। এইসব কিছুর পরেও আমরা মাঝেমধ্যেই যুথুচ্যুত মানুষদের গল্প শুনি। সাফল্য আর বৈভবের শিখরে পৌঁছেও তাঁদের অনেকে হয় বিবাগী হয়ে যান বা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আদিবাসীদের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করেন। সনাতন ও আচরণবাদী অর্থনীতির থেকে উদ্ভূত এই নতুন অর্থশাস্ত্র এই দলছুট আচরণের ব্যাখ্যাও হয়তো একদিন দিতে পারবে।

তথ্যপঞ্জি :

1. Banerjee, A (1992), 'A Simple Model of Herd Behaviour', *Quarterly Journal of Economics*, Vol CVII, 3, 1-21
2. Barberis, N.C (2013), 'Thirty Years of Prospect Theory in Economics : A Review and Assessment'. *Journal of Economic Perspective*,

সংযোজন :

গত ২৭ মার্চ, ২০২৪-এ ড্যানিয়েল কানম্যান নব্বই বছর বয়সে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে তারার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এই খবরটি জনসমক্ষে এসেছে প্রায় একবছর বাদে। যখন এই নিবন্ধটি লেখা হয়েছিল, কানম্যান হয়ত জীবিত ছিলেন। আচরণবাদী অর্থনীতির নিরিখে ঠান্ডা মাথায় হয়তো কানম্যান সাহেব হিসেব করছিলেন বৃদ্ধবয়সে ব্যাধিজীর্ণ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা নিয়ে। তারপর চিকিৎসকদের সাহায্যে ইচ্ছামৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৩মে, ২০২৪-এ এবিপিতে প্রকাশ হয়েছিল। বিভাস সাহাকে মন্তব্য এবং পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। মৃত্যু সেনগুপ্তকে প্রবন্ধটি সম্পাদনা করার জন্য আর ঋষভ মজুমদারকে চিত্র আঁকতে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ। লেখাটির সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতির দায় আমার।

ড. পরম্প্র বসু : ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক।

- 173-196.
3. Basu P. and S. Ghosh (1995) 'Savings under General Changes in Uncertainty : A Nonexpected Utility Maximizing Approach', *Southern Economic Journal*, Vol, 60. No. 1, 1993, pp. 119-127.
4. Basu P. and S. Ghosh (1995), 'Tax Rate Uncertainty and Optimal Labour Supply Decision in a Non-expected Utility Maximizing Model', *Quarterly Review of Economics and Finance*, February 2001, pp. 49-68.
5. Epstein, Larry G. ; Zin, Stanley E. (1989), 'Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: A Theoretical Framework', *Econometrica* 57(4); 937-969.
6. Loomes G. and Sugden R. (1982), 'An Alternative Theory of Rational Choice Under Uncertainty', *The Economic Journal*, 92(36): 805-824.
7. Narayana R. Kocherlakota (2001), 'Looking for Evidence of Time-inconsistent Preferences in Asset Market Data', *Quarterly Review*, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 25(Sum): 13-24.
8. Savage, L. J. (1951), 'The Theory of Statistical Decision', *Journal of the American Statistical Association*, 46 : 55-67.
9. Selden, L (1978). 'A New Representation of Preferences over Certain A Uncertain Consumption Pairs' : 'The Ordinal Certainty Equivalent Hypothesis', *Econometrics*, 46(5), 1045-60.
10. Sims, C (2003), 'Implications of Rational Inattention', *Journal of Monetary Economics*, 50(3), 665-690